লক্ষ্যভেদ

সবকটি কুঁড়ি যেন ফুল হয়

Liver Foundation
West Bengal

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য আসে নিষ্ঠা, অধ্যয়ন, অধ্যবসায় আর হার না মানা জেদের উপর ভর করে। জ্ঞান এবং অধীত বিদ্যা ছাড়াও এই সব পরীক্ষায় কিছু প্রকরণগত দিক আছে যেগুলির ব্যবহারিক চর্চা প্রয়োজন। বীরভূমের মতো জেলায় তার সুযোগ সামগ্রিক ভাবে অপ্রতুল। জেলা পরিষদ, জেলা প্রশাসনের দায়বদ্ধতা এবং লিভার ফাউন্ডেশনের দৃষ্টি ও দর্শন সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে - এই অপ্রচলিত হাঁটায়। ২০১০ থেকে আমাদের এই প্রয়াস শুরু হয়েছে। বিগত বছরগুলিতে এই জেলা থেকে ৬৪ জন মেডিকেলে এবং ৬৫ জন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে সুযোগ পেয়েছে।

কেন এই উদ্যোগ ?

বীরভূম জেলার প্রত্যন্ত বিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের দক্ষ এবং প্রতিযোগিতা মনস্ক, মানবিকভাবে দায়বদ্ধ করে সম্মিলিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় তাদের সাফল্যের সম্ভবনা বৃদ্ধি করা।

কারা উদ্যোক্তা ?

জেলা প্রশাসন 'লক্ষ্যভেদ' - এর অভিভাবক। লিভার ফাউন্ডেশন এর সংগঠক ও সামাজিক দায়বাহক। এই উদ্যোগের পৃষ্ঠপোষক বীরভূম জেলা পরিষদ।

লক্ষ্য কি ?

অবৈতনিক প্রতিষ্ঠানিক দৃষ্টিতে বীরভূম জেলায় উৎকৃষ্ট ছাত্রছাত্রীদের সম্মিলিত প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য সার্থকভাবে প্রস্তুত করা।

কারা অংশ নেবেন ?

প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে মেধা অনুসারে মোট ৫০ জন (পঞ্চাশ জন) ছাত্র নির্বাচিত হবেন।

- প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে হলে ঃ মাধ্যমিকে ৭০ শতাংশ এবং বিজ্ঞান বিষয়ে ৮০ শতাংশ সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের জন্য পেতে হবে। সংরক্ষিত শ্রেণীতে তা হবে মাধ্যমিকে প্রথমশ্রেণী ও বিজ্ঞান বিষয়ে ৭০ শতাংশ নম্বর।
- শুধুমাত্র বীরভূম জেলার অবস্থিত স্কুল, কলেজে পাঠরত ছাত্রছাত্রীরা আবেদন করতে পারবেন।
- প্রশিক্ষণের ছাত্র নির্বাচন হবে পরীক্ষার মাধ্যমে ঃ মাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষায় পাশ হচ্ছে ন্যূনতম শিক্ষাগত মান। পরীক্ষার প্রশ্ন জয়েন্টের ধাঁচে, (MCQ) দশম শ্রেণীর পাঠ্যক্রমের উচ্চমানে।
- এই লিখিত পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে প্রথম ১০০ জনের (সংরক্ষণ সহ) তালিকা প্রকাশিত হবে। এই ১০০ জন ছাত্রছাত্রীর অভিভাবক সহ (পিতার উপস্থিতিই কাম্য) একটি সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হবে। তারপর চূড়ান্ত মেধা তালিকা প্রকাশিত হবে।